১০-০৫-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা যদি সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হয়ে মাশুককে (প্রিয়তম) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে, যোগ আর এই ঈশ্বরীয় পড়ার দ্বারাই তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য বাবা তাঁর বাচ্চাদের কাছে কি ধরনের সাহায্য চান ?

উত্তর :- বাচ্চারা -- আমার পবিত্রতার শক্তি চাই । প্রতিজ্ঞা করো -- আমরা কাম বিকারকে ত্যাগ করে অবশ্যই পবিত্র হবো । ভোরবেলা উঠে নিজের সঙ্গে কথা বলো -- মিষ্টি বাবা, আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত । আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে অবশ্যই পবিত্র করবো । আপনার শিক্ষার উপর অবশ্যই চলবো । কোনো পাপ কাজ করবো না । বাবা এ আপনারই আশ্চর্য ক্ষমতা যে, আমাদের স্বপ্নেও ছিল না আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারব । আপনি আমাদের কি থেকে কি তৈরী করছেন ।

গীত :- আমাদের হৃদয় তোমাকে ডাকছে .....

ওম্ শান্তি । বাবার অতি প্রিয় বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা হলাম আশিক (প্রেমিকা) ওই এক মাশুক (প্রিয়তম) বাবার । বাচ্চারা জানে যে আশিক এবং মাশুকের সম্বন্ধ কতো গভীর । লৌকিক জগতে প্রেমিক প্রেমিকারা শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, শুধুমাত্র বিকারের জন্য নয় । বাচ্চারা জানে যে, যখন কারোর বিয়ে হয়, যদিও তাদের স্বামী-স্ত্রী বলা হয়, কিন্তু সেই প্রেমিক-প্রেমিকাও একে অপরকে পতিত বানিয়ে ফেলে । আগে থেকেই তারা জানে যে আমরা বিকারী হবো । এখন তোমরা বাচ্চারা আশিক (প্রেমিকা) হয়েছ একজন মাশুকের(প্রিয়তম), যিনি সমস্ত আত্মাদের মাশুক । তোমরা সকলে ওই একজনেরই প্রেমিকা । সব ভক্তরাই ভগবানের প্রেমিকা । তবুও ভক্তরা ভগবানের খবর জানেই না । আর এই ভগবানকে না জানার কারণেই তাঁর থেকে কোনো শক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করতে পারে না । সাধু-সন্তরা পবিত্র থাকে তাই তারা অল্পকালের জন্য কিছু না কিছু পায় । তোমরা তো একজন প্রিয়তমকেই স্মরণ করো । তাঁর সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগানো হয় । যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং পতিত-পাবন সর্বশক্তিমানও । সেই বাবার সঙ্গেই তোমরা যোগযুক্ত হয়ে শক্তি নাও । তোমাদের এই জ্ঞানই আলাদা, তোমরা শক্তি নাও মায়ার উপর বিজয় পাওয়ার জন্য । এমন যিনি বিশ্বের মালিক বানান, সেই প্রিয়তম কতো মিষ্টি । যারা বাবাকে আপন করেছে, তারা জানে যে তিনি কতো সুন্দর প্রেমিক, যাকে অর্ধেক কল্প ধরে সবাই স্মরণ করে থাকে । পৃথিবীর লৌকিক প্রেমিক প্রেমিকারা তো এক জন্মের জন্য হয়ে থাকে । তোমরা তো অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছো । এখন তোমরা বাবাকে জেনেছ তাই তোমরা তাঁর থেকে অনেক শক্তি পাচ্ছ । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে স্বর্গের শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মালিক হতে চলেছো । এই আশিক বা প্রেমিক আত্মারাই হয়, কর্তব্যও আত্মাই করে -- এই কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা ।

বাচ্চারা তোমাদের মনে এখন এই সুরই বেজেছে যে, আমাদের বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে । এই বিকাররূপী বিষের লেন-দেন করার জন্য তোমরা যে হাতকড়া বাঁধো, বাবা এসে এখন সব বাতিল করে দিয়েছেন । বাবা বলেন, এইসব কথা ছেড়ে এখন আমাকে স্মরণ করো । পৃথিবীর

প্রেমিকাদেরও প্রতি সময় উঠতে - বসতে বা খেতে তাদের প্রেমিকের কথা মনে পড়ে । তার প্রতি কোনো খারাপ ভাবনা আসে না । বিকারের কথাই নেই । এখন তোমরা একজনকেই স্মরণ করো । এই স্মরণের পুরুষার্থ অনুসারেই তোমরা নিজেদের আয়ু বাড়াতে পারো । মনে করো কোনো ব্রাহ্মণ যদি তোমাকে বলে যে তোমার আয়ু ৫০ বছর,বাবা বলেন যে তুমি এখন যোগবলে নিজেদের আয়ু বাড়াতে পারো । যত যোগে থাকতে পারবে, ততই আয়ু বাড়বে । তখন জন্ম - জন্মান্তরে দীর্ঘায়ু নিয়ে জন্মাতে পারবে । যোগ না করতে পারলে সাজা খেতে হবে আর তখন পদও কম হয়ে যাবে । সুখী তো সবাই হবে কিন্তু তা যোগ আর পড়ার মাধ্যমে । তফাত কেবল পদেরই হয় । যতো পুরুষার্থ, তত উঁচু পদ । ধনও তো তোমরা নম্বর অনুসারেই পাবে । সবাই তো একরকম ধনী হবে না । তাই বাবা বলেন যতটা সম্ভব আমার মতে চলো । অর্ধেক কল্প তোমরা আসুরী মতে চলো, যার ফলে তোমাদের আয়ু কমে গেছে । যতোই বড় মানুষ হোক না কেন । আজ জন্ম নিল আবার কালই মারা গেলো । দান - পুণ্য করলে তো বড় ঘরে জন্ম হয় । এখন বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে তোমাদের ঝুলি ভর্তি করছে । তোমরা কত বড় সাহুকার হও । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দানই বলো বা বর্সাই বলো, সবই বাবার থেকে পাও । তোমরা বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছো, তাই তোমাদের অন্যকেও এই পথ দেখাতে হবে । তোমরা ভগবানের সন্তান তাই ভগবান - ভগবতী পদও তোমাদেরই পাওয়া উচিত । ভারতে এই গায়ন আছে , ভগবান লক্ষ্মী , ভগবান নারায়ণ । নতুন দুনিয়াতে এই দেবী দেবতারাই রাজত্ব করে থাকেন কারণ ভগবানের দ্বারাই তাঁরা এই পদ প্রাপ্ত করেছেন । কিন্তু বাবা বোঝান, তাঁদেরই যদি ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তাহলে যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা, এমন সকলকেই ভগবান-ভগবতী বলতে হয়, তাই তাঁদের দেবী - দেবতা বলা হয় ।

তোমরা জানো যে, আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে চলে আমরা রাজযোগ শিখছি । এরপর আমরা রাজ্য - ভাগ্য পাবো । পরমাত্মাই স্বর্গের স্থাপন করেন তাই তিনি অবশ্যই নরকেই আসবেন আর এই নরককেই স্বর্গে পরিণত করবেন । যারা আগের কল্পে হয়েছিলো, তারাই আবার হবে । সবার তো আর একরস অবস্থা হয় না,পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তা প্রাপ্ত হয় । আজকাল তো বাচ্চারা হিম্মত করে পানের বরজও ওঠাতে যায়, কেউ বলে -- বাবা অমুক বাচ্চার অনেক ভার মনে হয়, আমি তাকে বাঁচানোর জন্য যুগল হয়ে যাই । আচ্ছা, এ তো ঠিক আছে, কিন্তু জ্ঞানের শক্তি চাই, ধারণা চাই । যতো উত্তরাধিকারী আর প্রজা বানাতে পারবে, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে পারবে, তত উঁচু পদ পাবে । তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হবে । এমন অনেকেই বিলেতে আছেন । সহযোগী হয়ে থাকেন এবং পবিত্র থাকেন । তারপর সম্পত্তি কখনো স্ত্রীকে দিয়ে দেয় কখনো আবার চ্যারিটি করে দেয় । এখন বাচ্চারা তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা মাশুককে পেয়েছো, যিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান, তাহলে তাঁকে কতোখানি স্মরণ করতে হবে । এমন বাবাকে তো খুবই স্মরণ করতে হবে । তোমরাই বাবাকে জানো, আর কোনো সাধু ,সন্ত আদি বাবাকে জানে না । এখানে বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন । এখন যদিও কেউ পবিত্র থাকে তবুও পবিত্রতার শক্তি কেউই এখন পায় না । তোমরা যতো পবিত্রতার শক্তি পতিত পাবন বাবার থেকে পেয়ে থাকো, অন্যেরা পায় না কারণ তারা বাবাকে জানে না । তারা আত্মাই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই পরমাত্মা -- তারা এমন কথা বলে দেয় । এই বিষয়ে অনেক মত মতান্তর আছে । এখানে তোমাদের সকলের হলো এক অদ্বৈত মত । বাবার দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার মত পাওয়া যায় । মানুষ থেকে দেবতা বানাতে খুব বেশী সময় লাগে না । নোংরা কাপড়ের মনের তুল্য মানুষদের বাবা এসে

পবিত্র বানান । বাবার মহিমা তো আছে, তাই না ? বাদবাকি শাস্ত্র তো অনেক শুনেছ বা পড়ে এসেছ, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হয় না । এখন যখন বাবা এসে গেছেন, তখন তাঁর সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হতে হবে । বুদ্ধির যোগ যেন অন্য কথাও গিয়ে বিভ্রান্ত না হয় । তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকো । ভক্তিমার্গে মানুষ তো কখনো হনুমানকে কখনো গণেশকে কখনো অন্য কাউকে ধরে এসেছে । কিন্তু তারা তো ভগবান নন । যদিও শিব বাবার নাম জানতো মানুষ, তবুও কিছুই বুঝতে পারতো না । পরমাত্মাকে তারা নুড়ি, পাথরে বলে দিয়েছে । সবই জট পাকিয়ে গেছে, একমাত্র বাবা ছাড়া এই জট কেউই খুলতে পারবে না । কেউই এইভাবে ভগবানকে পায় না । স্বয়ং ভগবানই বলেন, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়, তখনই আমি আসি । অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গের সময় চলে, দিন আর রাত । শুরুতে যখন শিববাবার প্রবেশ হতো, তখন দেওয়ালে এমন ছোটো ছোটো চক্র দেখানো হতো, যেমন ছোটো বাচ্চারা হয় । কিছুই বোঝা যেত না । আমরা সকলেই জ্ঞান হীন ছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আসতে থেকেছে । এখন যখন এই পড়া পড়ে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে গেছো, তখন খুব সহজ রীতিতেই তোমরা বোঝাতে পারবে । এমন ভেবো না যে এ অনেক পুরোনো বাচ্চা, তাই আমাদের থেকে বেশী হুঁশিয়ার । আমি তো এতো পড়তে পারবো না । বাবা বলেন, যারা পরের দিকে আসে, তারাও আগে এগিয়ে যেতে পারে । যারা দেরীতে আসে তারা আরো বেশী করে যোগে মগ্ন থাকে । প্রতিদিন জ্ঞানের জন্য খুব ভালো পয়েন্টস পাওয়া যায় । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই তাঁর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি তো পাওয়া উচিত, তাই না ? সত্যযুগে তা ছিলো । এখন নেই, তাই তো বাবা আবার দিতে এসেছেন । বাবা কতো পথ দেখান, যাতে বাচ্চারা কিছু অন্তত বুঝতে পারে, আর যোগে আকৃষ্ট হয় । কেউ আবার বলে আমার সময় নেই । বাবার এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হতে পারবে । তাই এই কাজে তো লেগে যাওয়া উচিত, তাই না ? এতে স্থূল কিছুই করতে হয় না । তোমাদের লৌকিক বাবার কথা মনে থাকে তাহলে পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যাও । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের ভারতবাসীদের ৫ হাজার বছর আগে বর্সা বা সম্পত্তি দিয়েছিলাম, তাই না ? তোমরা তো এই বিশ্বের মালিক ছিলে -- এই কথা কি ভুলে গেছো ? তোমরা প্রথমে সূর্যবংশী ছিলে তারপর চন্দ্রবংশী অবশেষে বৈশ্যবংশী হয়েছ । এখন তোমাদের আমি ব্রাহ্মণ বংশী বানাতে এসেছি । ব্রাহ্মণ হলেই তো যজ্ঞের রক্ষা করতে পারবে । ব্রাহ্মণ কখনোই বিকারী হয় না । শেষ পর্যন্ত পবিত্র তো থাকতেই হবে, তখনই নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এ কতো বড় প্রাপ্তি । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো না । বাচ্চা হলে অথচ বাবাকে স্মরণ করলে না, এ তো কখনো হতে পারে না । বাবাকে ভুলে গেলে বার্সা বা সম্পত্তি কেমন করে পাবে ? এ তো হলো একধরনের প্রাপ্তি । সাধু - সন্তদের কাছে তো কিছুই প্রাপ্তি হয় না । সেখানে কেবল পবিত্রতার শক্তি, ঈশ্বরীয় বল কিছুই নেই । ঈশ্বরকে জানেই না, তাহলে শক্তি পাবে কোথা থেকে ? এই শক্তি তোমরাই পেয়েছো । বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমরা কিছুদিনের জন্য কি পবিত্র থাকতে পারবে না ? ক্রোধ হলো দ্বিতীয় ভূত । বড়র থেকে বড় ভূত হলো কাম । সত্যযুগে ভারত ছিল পাপমুক্ত দুনিয়া, ভারত কতো সুখী ছিলো । পাপের দুনিয়া হওয়াতে ভারতেই কি হাল হয়েছে । বাবা যখন ভারতকে আবার পাপমুক্ত বানাতে এসেছেন, তখন এমন বাবাকে স্মরণ করতে তোমরা ভুলে যাও ? মায়া হঠাৎ করে বিকর্ম করিয়ে দেয় । এই লক্ষ্য হলো অনেক বড় । তোমরা এমন বাবার শ্রীমতে কেন চলো না ! এমন বাবার প্রতি তোমাদের কোনো ভালোবাসা নেই ! তোমরা বলো যে , তোমরা ভুলে যাও, আচ্ছা , এক মুহূর্ত , আধ মুহূর্ত.....কম করে এই চেষ্টা করো যাতে অন্তকালে বাবাকে স্মরণ আসে । এই সময়ই তো অন্তকাল, তাই না ? অন্তকালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে

....."আমি নারায়ণ হবো ।" তোমরাও তো তাই হচ্ছো । বাবা বলেন , তোমরা সম্পূর্ণ বাবার প্রেমিকা হও না ? বাবা হলেন দাতা । বাবাকে যদি নিজের করতে পারো, তখনই বাবা রায় বা মত দেবেন । যারা সৎ সন্তান, তাদের তো তিনি মত বা রায় দেবেন না । বাবা হলেন দাতা । তিনি কি তোমাদের থেকে কিছু নেন ? তোমরা যা কিছুই করো, সব নিজের জন্য । আমি তো এই বিশ্বের মালিকও হই না । এমন কখনোই ভেবো না যে আমরা শিববাবাকে কিছু দান করছি । না , আমরা শিববাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে থাকি । মৃত্যুর সময় সবাই দান করে, তাই না ? বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সব কিছু দেয় । তোমাদের কাছে কি আর আছে ? তোমরা নুড়ি, পাথরও পরমাত্মাকে দিয়ে দাও । তোমাদের এইসবই শেষ হয়ে যাবে । মৃত্যুকে তোমরা ভয় পাও না তো ! বাবা বলেন, এই ছি ছি দুনিয়াতে থাকার থেকে মৃত্যু ভালো । ৫ হাজার বছর আগেও আমি মশার মতো সকলকে নিয়ে গিয়েছিলাম । আমিই আবার তোমাদের কালেরও কাল, মহাকাল বাবা । তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য আমি কালের গ্রাস থেকে মুক্ত করি । ওখানে তো আত্মা স্বাতন্ত্রভাবে থাকে । যখন শরীর পুরোনো হয়ে যায় তখন সেই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে । এখনো বোঝো যে বাবার কাছে যেতে হলে ভোরবেলা উঠে বাবার সাথে কথা বলো । বাবা, আপনি তো আশ্চর্য করে দেখালেন, স্বপ্নেও জানতাম না যে আপনি এসে আমাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন । আমরা তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম । বাবা, এ আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা । আমরা অবশ্যই আপনার শিক্ষায় চলবো । কোনো পাপ কাজ আমরা করবো না । কামের ভূতকে প্রথমে দূর করবো । পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । বাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা আপনার সাহায্যের জন্য হাজির .....এমন ধরনের কথা বাবার সাথে বলতে হবে । যেমন বাবা পুরুষার্থ করেন, বাচ্চাদের তা শোনান । বাবা আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন মনে পড়েছে .....এই পুরোনো দুনিয়াকে ভোলার পুরুষার্থ করতে হবে । শিববাবার এতো সন্তান । তিনি তো উদ্বিগ্ন থাকবেনই । ব্রহ্মাবাবাও উদ্বিগ্ন থাকেন । কত সন্তান, তাদের কিভাবে সামলাতে হবে । বাচ্চারা যেন সম্পূর্ণ আরামে থাকে । এখানে তো তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরে আছো । এখানে কোনো সঙ্গদোষ থাকে না । বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে । তোমার থেকেই খাবো, তোমার কাছেই বসবো .....তোমরা জানো যে শিববাবা এনার মধ্যে এসে বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন । তিনি বলেন, আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, প্রতিজ্ঞা করো, কখনো বিকারে যাবে না । তোমরা পবিত্রতা দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, তাহলে ভারতকে পবিত্র বানাতে পারবে । সাহসী বাচ্চারা আর সাহায্যকারী বাবা .....এই কথা তোমাদের মনে আসে না । কল্প কল্প আমারা এই কাজই করি, ভারতকে স্বর্গ বানাবার । যারা পরিশ্রম করবে তারাই সেই স্বর্গের মালিক হবে । কংগ্রেসীরা গান্ধীজীকে কত সাহায্য করেছিলো । এখন দেখো রাজ্য হয়েছে .....কিন্তু রামরাজ্য তো হয় নি । দিন প্রতিদিন মানুষ আরো তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে । বাবা এসে তোমাদের সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন । অর্ধেক কল্প তোমরা সুখে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হতে হবে । বুদ্ধির যোগ এক মাশুকের (প্রিয়তম) সাথে রাখতে হবে । বুদ্ধি যাতে এদিকে ওদিকে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে ।

২) সর্বদা প্রাপ্তিকে সামনে রেখে বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ সংস্কারের আধারে থেকে ভবিষ্যতের সংসার বানানোর জন্য ধারণা স্বরূপ হও ।

এখনকার শ্রেষ্ঠ সংস্কার থেকেই ভবিষ্যতের সংসার তৈরী হবে । এক রাজ্য এবং এক ধর্মের সংস্কারই ভবিষ্যত সংসারের ফাউন্ডেশন বা ভিত । স্বরাজ্যের ধর্ম বা ধারণা হলো -- মন - বচন - কর্ম, সম্বন্ধ এবং সম্পর্কে সব ধরনের পবিত্রতা । সংকল্প বা স্বপ্ন মাত্রে অপবিত্রতা অর্থাৎ দ্বিতীয় ধর্ম যেন না হয় । যেখানে পবিত্রতা থাকে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ বা বিকল্পের কোনো চিহ্নও থাকে না, তাকেই ধারণার স্বরূপ বলা হয় ।

স্লোগান :- দৃঢ়তার শক্তি গভীর সংস্কারকেও মোমের মত নরম করে গলিয়ে দিতে পারে ।